8

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

কিশোরগঞ্জে ৩২১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা

কিশোরগঞ্জ : সংবাদদাতা ॥ জেলার ১৩টি থানায় ৩ শত ২১টি রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারী করণের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর থানার ৪৪টি, করিমগঞ্জে ১৭টি, পাকুন্দিয়ায় ৬০টি, হোসেনপুরে ৩৪টি, কটিয়াদীতে ২৬টি, বাজিতপুরে ২০টি, কুলিয়ারচরে ১৩টি, ভৈরবে ১৬টি, অষ্টগ্রামে ২১টি, নিকলীতে ১৮টি, মিটামইনে ২৫টি, ইটনায় ১৪টি ও তাড়াইলে ১৩টি বিদ্যালয় রহিয়াছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শতাধিক শিক্ষক রহিয়াছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হইবে প্রায় পৌণে এক লক্ষ। কোন কোন শিক্ষক ১৫/১৬ বছর যাবৎ এই পেশায় থাকিয়া অন্য পেশায় জড়িত হওয়ার সুযোগও হারাইয়াছেন। কয়েকজন শিক্ষক জানান, তাহাদেরকেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা,

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

কিশোরগঞ্জে

(৩য় পৃঃ পর)

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, জরিপ কার্যসহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতোই যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিতে হয়। অথচ প্রতিমাসে তাহারা সরকার হইতে মাত্র ৫ শত টাকা পান। এই সামান্য অর্থে তাহারা পরিবার-পরিজন নিয়া অভাব-অনটনে দিন কাটাইতেছেন।

এদিকে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন স্কুলঘর ব্যবহারের অনুপযোগী। বিপদের ঝুঁকি নিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস চালানো হয়। কোন কোন স্থানে বিপজ্জনক বিদ্যালয় চাঁদা তুলিয়া সামান্য মেরামত করা হইলেও প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই টুল, টেবিল, চেয়ারসহ শিক্ষা উপকরণের অভাব লাগিয়া রহিয়াছে। বিদ্যালয়গুলিতে পানীয়জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে।